

## সূরা আল মুরসালাত -৭৭

(হিজরতের পূর্বে অতীর্ণ)

★[এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিসমিল্লাহ্‌সহ এতে ৫১টি আয়াত রয়েছে।

এ সূরার সূচনাতেই পুনরায় ভবিষ্যতের সেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা ‘আখারীনদের’ [অর্থাৎ রসূল করীম (সা:) এর শেষ যুগের উম্মতদের] যুগের সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া এ সূরায় এই যুগের বিজ্ঞানের উন্নতিকে সাক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে আল্লাহ্‌ এসব অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তিনি সব ধরনের বিপ্লব সাধিত করার শক্তি রাখেন। অতএব এ সূরায় এরূপ উদ্ভয়নশীল বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যা শুরুতে ধীরে ধীরে উড়ে এবং এরপর তীব্র ধূলিঝড়ের আকার ধারণ করে থাকে। বর্তমান যুগে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন উড়োজাহাজের অবস্থা এমনটিই যে এরা ধীরে ধীরে যাত্রা শুরু করে, এরপর এদের গতিতে তীব্রতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যুদ্ধের সময় এসব জাহাজের মাধ্যমে শত্রুর কাছে বিপুল সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছড়ানো হয়ে থাকে এবং এ পার্থক্য প্রকাশ করে দেয়া হয় যে তোমরা আমাদের সাথে থাকলে আমরা তোমাদের সাহায্যকারী হব, নতুবা আমাদের শাস্তি থেকে কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

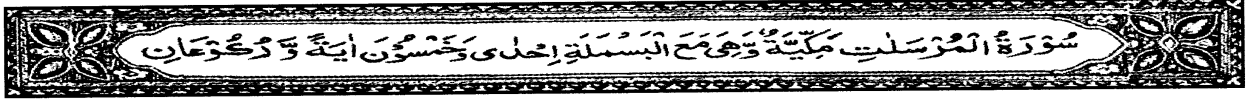
এরপর বলা হয়েছে, অতএব আকাশের নক্ষত্ররাজি যখন ম্লান হয়ে যাবে এবং আকাশে উঠার জন্য যখন মানুষ বিভিন্ন পরিকল্পনা অবলম্বন করবে। এখানে নক্ষত্ররাজি ম্লান হয়ে যাওয়া দিয়ে মনে হয় এ কথা বুঝানো হয়েছে, সাহাবা রেজওয়ানুল্লাহ্‌ আলাইহিমের যুগও যখন গত হয়ে যাবে এবং সে আলো যা এ নক্ষত্ররাজি থেকে তাঁর (সা:) উম্মতেরা লাভ করতো তাও ম্লান হয়ে যাবে।

এরপর বলা হয়েছে, বড় বড় পাহাড়তুল্য জাতিসমূহকে যখন মূলসহ উপড়ে ফেলা হবে এবং সব রসূলকে প্রেরণ করা হবে। এই আয়াত (১২ আয়াত) সম্পর্কে আলেমগণ এ ভুল ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন যে এটি কিয়ামতের দৃশ্য। কিন্তু কিয়ামত দিবসে কোন পাহাড়কে উৎপাটিত করা হবে না। আর রসূল তো এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়ে থাকে, কিয়ামত দিবসে তো পাঠানো হবে না। অতএব অবশ্যই এর অর্থ হলো, কুরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছয়র আকরম (সা:) এর পরিপূর্ণ গোলামী ও আনুগত্যের ফলে এরূপ একজন নবী আবির্ভূত হবেন, যাঁর আগমনের অর্থ হবে অতীতের সব রসূলের আগমন। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে অতীতের প্রত্যেক নবীর উম্মত রসূলুল্লাহ্‌ (সা:) এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ সূরায় যেসব ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এগুলোর একটি লক্ষণ হলো, এগুলো স্থল, জল ও আকাশ এই তিন শাখায় বিভক্ত হবে আর আকাশ থেকে এরূপ অগ্নি বর্ষিত হবে যা দুর্গসদৃশ হবে, যেন তা বাদামী রঙের উট। এ দুটি আয়াত নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে, এসব কথা দৃষ্টান্তের আকারে পূর্ণ হচ্ছে। কেননা রসূলুল্লাহ্‌ (সা:) এর যুগে আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষিত হওয়ার মত যুদ্ধের কোন ধারণাই ছিল না। এ জন্য এটি অবশ্যই সেই সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ে অবগত সত্তার পক্ষ থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত।

কিয়ামত দিবসে আকাশ থেকে তো অগ্নিশিখা বর্ষণ করা হবে না। কাজেই এ ধারণাও ভুল প্রমাণিত হলো যে এটি কিয়ামত দিবসের সংবাদ। এখানে একটি আণবিক যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বলে মনে হয়। সূরা দুখানেও এ কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যে দিন আকাশ তাদের ওপর এরূপ তেজস্ক্রিয় তরঙ্গমালা বর্ষণ করবে যে তারা এর ছায়ার নিচে সব নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

এরপর পুনরায় পারলৌকিক জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এসব কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীতে যখন এসব লক্ষণ প্রকাশিত হবে তখন এ কথাও বিশ্বাস কর যে একটি পারলৌকিক জীবনও রয়েছে। এ পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য না করলে সেই জগতে শাস্তিরূপে তোমাদের জন্য বড় আযাব নির্ধারিত রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনুদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে।]



## সূরা আল্ মুরসালাত-৭৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৫১ আয়াত এবং ২ রুকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

★ ২। তাদের কসম<sup>৩২০৪</sup> যাদেরকে ক্রমান্বয়ে (ধীরগতিতে) পাঠানো হয়।

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

★ ৩। এরপর (এরা) গতি সঞ্চার করে (ও) দ্রুত ধাবিত হয়<sup>৩২০৫</sup>।

فَالْعَصْفِ عَصْفًا

★ ৪। আর তাদের (কসম) যারা ব্যাপকভাবে ছড়ায়<sup>৩২০৬</sup>।

وَالنَّشْرِ نَشْرًا

★ ৫। এরপর এরা সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে<sup>৩২০৭</sup>।

فَالْفُرْقِ فُرْقًا

★ ৬। আর তাদের (কসম) যারা স্মরণ করিয়ে দেয়

فَالسَّائِقِ وَذِكْرًا

★ ৭। (নিজেদের) দায়মুক্তির (ঘোষণার) মাধ্যমে বা সতর্কীকরণের (মাধ্যমে)<sup>৩২০৮</sup>,

عَذْرًا أَوْ تَذَرًا

৮। তোমাদের \*যা দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে তা নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে।

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ

৯। আর তারকারা যখন জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে<sup>৩২০৯</sup>

وَإِذَا النُّجُومُ طُسَّتْ

দেখুন : ক. ১ঃ১, খ. ৫১ঃ৬।

৩২০৪। এই আয়াত ও পরবর্তী চারটি আয়াতে 'যাদেরকে ক্রমান্বয়ে (ধীরগতিতে) পাঠানো হয়' বলতে বস্তু, প্রাণী, সহায়ক শক্তি, মাধ্যম ও প্রতিনিধি ইত্যাদি বুঝায়। বিভিন্ন সর্বমান্য ব্যাখ্যাকারীগণ বাতাস, ফিরিশ্তা, আল্লাহর নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণকে, বিশেষ করে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবা ও অনুসারীদেরকে এই 'মুরসালাতের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রসূলে পাক (সাঃ) এর 'সাহাবীগণ' যখন এই 'মুরসালাত' এর আওতায় আসেন তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, সাহাবীগণ (রাঃ) প্রারম্ভিক দিকে শান্ত ধীরগতিতে ইসলামের বাণী প্রচার করবেন।

৩২০৫। ইসলামের বাণী প্রচারে প্রাথমিক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমের পর সাহাবীগণ (রাঃ) প্রচারের গতি বৃদ্ধি করবেন এবং জোরে-শোরে, উৎসাহের সঙ্গে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবেন। অথবা সাহাবীগণ কুরআনের শিক্ষার সাহায্যে কাফিরদের অশুভ শক্তি ও মিথ্যার বেসাতিকে এমনভাবে লগু-ভগু করে দিবেন, যেমন প্রবল বাতাসের সামনে খড়-কুটা লগু-ভগু হয়ে যায়।

৩২০৬। তাঁরা সত্যের বাণীকে দূর-দূরান্তে ঘোষণা ও প্রচার করবে, অথবা সত্য ও সত্যতার বীজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিবে।

৩২০৭। কুরআনের বাণী বিস্তৃতি লাভের পর সত্য মিথ্যা থেকে এবং সৎলোক মন্দলোক থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

৩২০৮। আয়াতটির তাৎপর্য হলো, সাহাবীগণ পূর্ণোদ্যমে প্রচার কার্য সম্পাদন করে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন-এই কথাটা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হবে।

৩২০৯। আয়াতটির তাৎপর্যঃ যখন জাতির উপর বিবিধ রকমের বিপৎপাত অত্যাশঙ্কন হয় তখন তারকার অন্তগমন আসন্ন বিপদাবলীর লক্ষণ বলে আরববাসীরা মনে করতো।

- ১০। <sup>ক</sup>এবং আকাশে যখন (বিভিন্ন) ছিদ্র করে দেয়া হবে<sup>৩২০</sup> وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝
- ১১। এবং পাহাড়পর্বতকে যখন সমূলে উপড়িয়ে দেয়া হবে<sup>৩২১</sup> وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝
- ১২। এবং রসূলদের যখন নির্ধারিত সময়ে নিয়ে আসা হবে<sup>৩২২</sup> وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَّتْ ۝
- ১৩। (এবং বলা হবে, এসব) কোন্ দিনের জন্য নির্ধারিত ছিল? لَا يَأْتِي يَوْمَ أُجِّلَتْ ۝
- ১৪। এক চূড়ান্ত মীমাংসার দিনের জন্য। يَوْمِ الْفَصْلِ ۝
- ১৫। আর কিসে তোমাকে চূড়ান্ত মীমাংসার দিন সম্পর্কে জানাবে? وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝
- ১৬। সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ! وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
- ১৭। আমরা কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি? أَلَمْ نُهْلِكِ الْآوَّلِينَ ۝
- ১৮। <sup>খ</sup>এরপর আমরা পরবর্তীদেরকেও তাদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের) অনুগমন করাই। ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۝
- ১৯। আমরা অপরাধীদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি। كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝
- ২০। সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ! وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
- ২১। আমরা কি <sup>গ</sup>এক তুচ্ছ পানি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করিনি? أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝
- ২২। এরপর (কি) আমরা তা এক সুরক্ষিত অবস্থানস্থলে রাখিনি فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝
- ২৩। এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত? إِلَىٰ تَذَرُ مَعْلُومٍ ۝

দেখুন : ক. ৭৮ঃ২১; ৮২ঃ২ খ. ৬ঃ১৩৪ গ. ৩২ঃ৯।

৩২১০। বিশ্বে যখন বড় বড় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-যাতনা নেমে আসবে।

৩২১১। যখন মহা পরিবর্তন সাধিত হয়, অথবা যখন পরাক্রমশালী ক্ষমতাবান লোককে সাধারণ নিম্ন স্তরে নামানো হয়, অথবা যখন পুরাতন ও সনাতন সংগঠন ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সংক্ষেপে, যখন নীতিহীন সবকিছু এবং দুর্নীতির সকল আখড়ার বিলোপ সাধন করা হয়।

৩২১২। যখন মহাপরিবর্তন সাধনকারী ঐশী সংস্কারকগণ নবীর প্রতিনিধিত্বকারীরূপে আগমন করেন।

২৪। এরূপে আমরা (এর) এক পরিমাপ<sup>৩২৩</sup> নিরূপণ করলাম। আর আমরা কতই উত্তম পরিমাপ নিরূপণকারী!

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَنِيْلُ يَوْمِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। \*আমরা কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٦﴾

২৭। জীবিতদের এবং মৃতদেরও<sup>৩২৪</sup>?

أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا ﴿٢٧﴾

২৮। \*আর আমরা এতে উঁচু পাহাড়পর্বত বানিয়েছি এবং মিঠা পানি দিয়ে তোমাদের সিঞ্চিত করেছি<sup>৩২৫</sup>।

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شُعْبَتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٨﴾

২৯। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَنِيْلُ يَوْمِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। (তাদের বলা হবে,) ‘তোমরা যা প্রত্যাখ্যান করতে সেদিকে চল,

إِنظِرُّوْا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٣٠﴾

৩১। (অর্থাৎ) তিন শাখাবিশিষ্ট<sup>৩২৬</sup> ছায়ার দিকে যাও,

إِنظِرُّوْا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣١﴾

দেখুন : ক. ৭ঃ২৬ খ. ১৩ঃ৪; ১৫ঃ২০; ২১ঃ৩২; ৩১ঃ১১।

৩২১৩। এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী তিনটি আয়াত বলছেঃ শুক্র-বিন্দু থেকে গর্ভ সঞ্চারের মাধ্যমে পূর্ণ মানবাকৃতি ও মানবীয় গুণাবলী লাভ এমনই অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার যা মানুষকে আশ্চর্যান্বিত না করে পারে না। এই সৃষ্টি পদ্ধতিকে ‘পুনরুত্থানের’ যুক্তি ও প্রমাণরূপে দাঁড় করানো হয়েছে। কেননা মানুষের জন্ম ও পুনরুত্থানের পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে। মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর জন্ম ও পৃথিবীর গর্ভে বসবাসের পর পুনরুত্থান সমান্তরাল ব্যাপার।

৩২১৪। সকল মরণশীল পৃথিবীর অধিবাসী। যখন তারা মারা যায় তাদের মৃতদেহের সর্বাংশই কোন না কোন অবস্থায় পৃথিবীতেই থেকে যায়। এখানে মাধ্যাকর্ষণ বিধি, বা পৃথিবীর স্থায়ী অক্ষের উপর ঘূর্ণন (আক্ষিকগতি), বা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনের (বার্ষিক গতির) কথাও বলা হয়ে থাকতে পারে। ‘কিফাত’ শব্দটি বুঝাচ্ছে যে মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটাবার সবকিছুই এ পৃথিবীতে রয়েছে।

৩২১৫। পর্বতমালাগুলো স্বাভাবিক বৃহৎ জলাধাররূপে কাজ করে থাকে।

৩২১৬। ভ্রান্ত-বিশ্বাস, নির্বোধ আচার-আচরণ ও কাজকর্ম অবিশ্বাসীদের জন্য পরকালে ত্রিমুখী মূর্তি ধারণ করবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে এখানে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটির এরূপ অর্থও হতে পারেঃ কাফিররা ডান, বাম ও উপর –এই তিন দিক থেকেই শাস্তি পেতে থাকবে। তদুপরি যারা নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেন তারা বলেন, দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে যে তিনটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা হলো, অনুভূতিহীনতা, চিন্তা ও বিবেচনা শক্তির অভাব এবং বিচার-ক্ষমতার অভাব। সেইরূপে নৈতিক প্রেরণার স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করে তিনটি বাধা, যথাঃ ভয়, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াসক্তি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলতে পারি, মানুষকে তিনটি কারণ দোষখে নিয়ে যায়ঃ উপলব্ধি ও যুক্তির ভ্রান্তি, যৌন অনাচার এবং ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতাসমূহ।

৩২। যা ছায়া দেয় না এবং আগুনের দহন থেকেও রক্ষা করে না<sup>৩২১৭</sup>।

لَا ظِلِّيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّعِبِ ۝

★ ৩৩। এটি দুর্গসম অগ্নিশিখা নিষ্ক্ষেপ করে<sup>৩২১৮</sup>

إِنَّمَا تَرْمِي بِشَرِّكَ كَالْقَاصِرِ ۝

★ ৩৪। যেন (তা) তাম্রবর্ণের অনেক উট (দিয়ে তৈরী)<sup>৩২১৮-ক</sup>।

كَأَنَّهُ جُمْلَتٌ مِّنْ صُفْرِ ۝

৩৫। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

৩৬। এ হলো সেদিন যখন তারা \*নির্বাক হয়ে যাবে<sup>৩২১৯</sup>।

هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ۝

৩৭। \*আর অজুহাত পেশ করার অনুমতি তাদের দেয়া হবে না<sup>৩২২০</sup>।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝

৩৮। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

৩৯। \*এ হবে চূড়ান্ত মীমাংসার দিন। (এ দিন) আমরা তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের একত্র করবো।

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَعَلْنَاكُمْ وَالْآوَّلِينَ ۝

৪০। অতএব আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কৌশল খাটানোর থাকলে তা খাটিয়ে দেখ<sup>৩২২১</sup>।

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ۝

১  
[৪১] ৪১। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

৪২। \*নিশ্চয় মুতাকীরা ছায়া ও ঝরণা (ঘেরা জান্নাতে) থাকবে

إِنَّ السَّقَيْنَ فِي ظِلِّ وَغُيُوبٍ ۝

দেখুন : ক. ৭৮ঃ৩৯ খ. ৯৪ঃ৬; ৬৬ঃ৮ গ. ৩৭ঃ২২ ঘ. ৫৬ঃ৩১।

৩২১৭। ৫৬ঃ৪৩-৪৫ দেখুন।

৩২১৮। কাফিররা আরাম-আয়েশের জীবন কাটিয়েছে এবং বড় বড় রাজকীয় প্রাসাদে গর্বের সাথে জীবন যাপন করেছে। কাজেই তাদের পাপাচার ও স্বৈচ্ছাচারিতা এমন অগ্নি-শিখার রূপ ধারণ করবে যা ঐ সকল প্রাসাদের মত উঁচু হয়ে তাদেরকে গ্রাস করবে।

৩২১৮-ক। আরবরা তাদের উটগুলো নিয়ে খুব গর্ব করতো। কারণ উটই ছিল তাদের সম্পদের প্রধানতম উৎস।

৩২১৯। ২৪ঃ৭ টীকা দেখুন।

৩২২০। কাফিরদের অপরাধ পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর তারা ওজর-আপত্তি বা ব্যাখ্যাদানের সুযোগই পাবে না।

৩২২১। নবী করীম (সাঃ) এর শত্রুদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে যে তাঁর (সাঃ) বিরুদ্ধে তারা যা ইচ্ছা করতে পারে, কিন্তু পরিণামে তারাই লাস্তিত হবে।

৪৩। \*এবং তাদের পছন্দনীয় ফলফলাদির মাঝে থাকবে।

وَقَوَائِمًا يَشْتَهُونَ ⑩

৪৪। (তাদের বলা হবে,) ‘তোমাদের কৃতকর্মের (প্রতিদানরূপে) তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান কর।’

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑪

৪৫। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের এভাবেই আমরা প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسِبِينَ ⑫

৪৬। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَنِلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑬

৪৭। \*(হে প্রত্যাখ্যানকারীরা! এ পার্থিব জীবনে) ‘তোমরা খাও এবং অল্প সময়ের জন্য কিছুটা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর। নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।’

كُلُوا وَتَسْعَوْا فَلَيْلًا إِنَّا كُمْ مَجْرُمُونَ ⑭

৪৮। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَنِلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑮

৪৯। আর তাদের যখন বলা হতো, ‘তোমরা (আল্লাহর দিকে) বিনত হও’ তারা বিনত হতো না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ⑯

৫০। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَنِلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑰

[১০] ৫১। সুতরাং এরপর তারা আর কোন্ কথার প্রতি ঈমান আনবে<sup>৩২২২</sup>?

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ⑱

দেখুন : ক. ৫২ঃ২৩; ৫৫ঃ৫৩; ৫৬ঃ২০ খ. ১৪ঃ৩১।

৩২২২। যেসব দুর্ভাগা কাফির কুরআনের মত অশ্রুত ও পবিত্র গ্রন্থকে অস্বীকার করতে পারে তারা কখনো সত্য গ্রহণ ও সৎপথ অবলম্বন করবে না।